রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৩, ২০২০

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৪ মার্চ ২০২০

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের নিমিত্ত এর খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করিতেছে।

প্রস্তাবিত বিধিমালার উপর যদি মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি থাকে, তবে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তিন সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। খসড়া বিধিমালাটি কমিশনের ওয়েবসাইট www.sec.gov.bd/home/comrequest-এ পাওয়া যাইবে।

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

মূল্য : টাকা ৮.০০

খসড়া বিধিমালা

এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৩)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১০) এর আলোকে, পূর্ব প্রকাশান্তে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১ম অংশ
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(খ) "সংঘবিধি" অর্থ এক্সচেঞ্জের সংঘবিধি বুঝাইবে;

(গ) "সংঘস্মারক" অর্থ এক্সচেঞ্জের সংঘস্মারক;

(ঘ) "পর্ষদ" বলতে স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পর্ষদ বুঝাইবে;

(ঙ) "ব্রোকার ডিলার বিধিমালা" অর্থ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;

(চ) " ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন" অর্থ এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন);

(ছ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা এমডি" অর্থ এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)" যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;

(জ) "সংঘস্মারক" অর্থ এক্সচেঞ্জের সংঘস্মারক;

(ঝ) "অধ্যাদেশ" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(ঞ) "ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট বা ট্রেক" অর্থ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৮) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝাইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির (Expression) সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের অধ্যাদেশ নং-১৭), ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন,

১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরিজ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এবং এক্সচেঞ্জেসে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন) এবং উহাদের অধীন জারীকৃত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

২য় অংশ
ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) ইস্যু

৩। **ট্রেক প্রাপ্তির যোগ্যতা**—(১) এক্সচেঞ্জের প্রত্যেক প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইনের আওতায় এক্সচেঞ্জের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীমের শর্তানুযায়ী একটি করে ট্রেক প্রাপ্তির অধিকার রাখিবে।

(২) এক্সচেঞ্জের প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এক্সচেঞ্জ হইতে ট্রেক পাওয়ার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) উহা কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান না হয়;

(খ) উহার ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটি) টাকা না হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, উহার সার্বক্ষণিক নিরীক্ষিত নীট সম্পদের পরিমাণ সর্বদা পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ৭৫% এর অধিক থাকিতে হইবে;

(গ) জামানত হিসাবে ন্যূনতম ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা বা কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দফা (খ) এ উল্লিখিত পরিশোধিত মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জে সার্বক্ষণিক রক্ষণে সক্ষম না হয়;

(ঘ) উহার, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত, যোগ্যতাসম্পন্ন তদারকি কর্মকর্তা, মানবসম্পদ, প্রযুক্তি অবকাঠামো এবং আর্থিক সক্ষমতাসহ পর্যাপ্ত পেশাদার ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে;

(ঙ) উহা বা উহার কোন পরিচালক কোন ফৌজদারী মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত বা দণ্ডিত না হন;

(চ) উহার পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে ৫০% এর বেশী উহার উদ্যোক্তা কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সদস্য না হন;

(ছ) উহার কোন পরিচালক সর্বশেষ সিআইবি প্রতিবেদনে ঋণখেলাপী না হন;

(জ) উহার পরিচালকগণের কেহ অন্য কোন ট্রেকের পরিচালক নহেন;

(ঝ) মিউচ্যুয়াল ফান্ডসহ কোন যৌথ বিনিয়োগ স্কীম উহার কোন শেয়ারহোল্ডার না হন।

৪। **ট্রেক ইস্যুর জন্য দরখাস্ত দাখিল, বিবেচনা ইত্যাদি**।—(১) এক্সচেঞ্জ ট্রেক সনদ ইস্যুর লক্ষ্যে বহুল প্রচারিত ২টি দৈনিক (একটি ইংরেজি ও একটি বাংলা) সংবাদপত্রে ও এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটে নতুন ট্রেক ইস্যুর জন্য দরখাস্ত করার বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে।

(২) ট্রেক প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ফরমে ও ফিস প্রদানে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ফরম-ক মোতাবেক আবেদনসহ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ফিস প্রদানে;

(খ) উপ-বিধি (ক) এ নির্দিষ্ট ফিস এক্সচেঞ্জ বরাবরে একটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

(৩) দরখাস্তকারীর ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অতিরিক্ত তথ্যাদি এবং কাগজ পত্র উক্ত নির্দেশ মোতাবেক দাখিল করিতে হইবে।

(৪) এক্সচেঞ্জ ট্রেক প্রাপ্তির যোগ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক, দরখাস্ত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য প্রাপ্তির নির্দিষ্ট দিন হইতে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া ফরম খ-তে সনদ ইস্যু করিবে, অন্যথায় উক্ত সময়ের মধ্যে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক উহা নামঞ্জুর করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) মোতাবেক ট্রেক সনদ গ্রহণের পূর্বে নিবন্ধন ফিস বাবদ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এক্সচেঞ্জ বরাবরে একটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবে।

৫। **ট্রেক হস্তান্তর।**— কোন ট্রেক সনদ অ-হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

৬। **ট্রেকের বার্ষিক ফি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন প্রদত্ত ট্রেক সনদধারীর বিরুদ্ধে কমিশন বা এক্সচেঞ্জ এর কোন অভিযোগ বা আপত্তি না থাকিলে উহার মেয়াদ বার্ষিক ফি প্রদান সাপেক্ষে চলমান রহিবে।

(২) প্রতি আর্থিক বৎসর পূর্তির অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্বে বার্ষিক ফি বাবদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার ফিস এক্সচেঞ্জ বরাবরে জমাকরণের ব্যাংক ড্রাফট বা পে অর্ডার দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি জমা করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য পাঁচশত টাকা হিসাবে অতিরিক্ত ফিস দরখাস্তের সাথে এক্সচেঞ্জ বরাবরে জমা করিতে হইবে।

৭। **ট্রেক বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন প্রদত্ত সনদ গ্রহণের অব্যবহিত এক (০১) বছরের মধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ মোতাবেক স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার সনদ গ্রহণপূর্বক নিবন্ধনের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে প্রদত্ত ট্রেক বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (৭) এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোন ট্রেক বিধি ৩ বা উপ-বিধি (১) অনুসারে তাহার যোগ্যতা হারাইলে, বা আইন, অধ্যাদেশ বা এই বিধিমালার কোন বিধান বা সনদের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে, এক্সচেঞ্জ তাহার সনদ বাতিল করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্যতা হারাইবার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, সনদ বাতিল না করিয়া অনধিক ০৩ (তিন) মাসের জন্য উহার কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন কোন সনদ বাতিল বা স্থগিত করার পূর্বে এক্সচেঞ্জ কমিশনকে পূর্বঅবহিতকরণ সাপেক্ষে বাতিল বা স্থগিত আদেশ এর কারণ উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট ট্রেকহোল্ডারকে অন্ততঃ ১০ (দশ) দিনের একটি নোটিশ প্রদানপূর্বক তাহার বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ট্রেক সনদধারী তাহার বক্তব্য নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিলে এক্সচেঞ্জ উক্ত বক্তব্য এবং উপ-বিধি (৪) এর অধীন দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে, এবং প্রয়োজনবোধে তাহাকে ব্যক্তিগত বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, প্রস্তাবিত সনদ বাতিল কিংবা স্থগিতকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং সিদ্ধান্তটি লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে।

(৪) এই বিধির অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এক্সচেঞ্জ কমিশন এর অনুমোদন সাপেক্ষে এক বা একাধিক তদন্তকারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ তদন্তকারী কমিশনের নির্দেশ অনুসারে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ ও কমিশনে দাখিল করিবে।

(৫) তদন্তকারী সংশ্লিষ্ট ট্রেক এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে এবাং প্রয়োজনবোধে উহার নকল লইতে পারিবে, এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে তদন্তকারীকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) এই বিধির অধীন কোন ট্রেক সনদ বাতিল কিংবা স্থগিত করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) কমিশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই কোন ট্রেকের সনদের কার্যকারিতা স্থগিত করা প্রয়োজন তাহা হইলে, উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ অনুসারে নোটিশ জারির পূর্বে বা পরে যে কোন সময় তাৎক্ষণিক শুনানী দিয়া অনধিক ত্রিশ দিনের জন্য উক্ত সনদের কার্যকারিত স্থগিত করিতে পারিবে, এবং তাহা করা হইলে বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৮) উপ-বিধি (২) বা (৭) এর অধীন কোন ট্রেকের সনদের কার্যকারিতা বাতিল বা স্থগিত করা হইলে সংশ্লিষ্ট ট্রেক স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকার এর সনদের ভিত্তিতে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৯) কোন স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকার এর কার্যকারিতা বাতিল বা স্থগিত করা হইলে সংশ্লিষ্ট ট্রেক এর সনদের ভিত্তিতে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(১০) ট্রেক সনদ বাতিল এর ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জে জামানত হিসেবে রক্ষিত অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে।

৩য় অংশ
বিবিধ

৮। **অন্যান্য শর্তাবলি**।—(১) কোন ব্যক্তি একযোগে কোন একটি এক্সচেঞ্জ'র একাধিক ট্রেক ধারণ করিতে পারিবে না।

(২) এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেক বন্ধক রাখা বা অন্য কোন দায়ে চার্জভুক্ত বা দায়গ্রস্ত করা যাইবে না।

(৩) ট্রেকহোল্ডারের তদারকি কর্মকর্তাসহ ঊর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনাতে কোন প্রকার পরিবর্তন করলে উহা এক্সচেঞ্জকে ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) যদি ট্রেকহোল্ডার কোম্পানির শেয়ার ধারণ কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উহার নিয়ন্ত্রণে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে সেক্ষেত্রে কোম্পানিটির শেয়ার ধারণ কাঠামোতে পরিবর্তনের বিষয় এক্সচেঞ্জকে অবহিত করিবে।

(৫) উপবিধি (৪) মোতাবেক কোন ট্রেকহোল্ডার কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর যদি এক্সচেঞ্জ এর পূর্বানুমোদন ব্যতীত করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত শেয়ারের হস্তান্তর বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) ট্রেকহোল্ডার, উহার কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত সকল কাজ, যাহা ট্রেকহোল্ডারের নামে করা হয়েছে অথবা করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে অথবা করা হয়নি তার জন্য দায়ী থাকিবে।

(৭) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেক সনদধারী কোম্পানীর তদারকি কর্তৃপক্ষ পদে আসীন থাকিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর যৌথ ট্রেক সনদধারীদের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে না।

(৮) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (গ) অনুসারে এক্সচেঞ্জের নিকট ট্রেক সনদধারীদের জামানতের অর্থ এক্সচেঞ্জ বিনিয়োগকারীদের দাবি পরিশোধে ব্যবহার করিতে পারিবে।

তফসিল-১

ফরমসমূহ

১. ট্রেকের জন্য আবেদন

ফরম-ক

[বিধি ৪(১)]

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
.....স্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেটের (ট্রেক) জন্য আবেদন

১. আবেদনকারী কোম্পানির নাম :

২. আবেদনকারী কোম্পানির ঠিকানা :

[ঠিকানাতে কোন পরিবর্তন হলে.....স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (.....)-কে তিন দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে]

৩. আবেদনকারীর আইনগত/লিগ্যাল মর্যাদা :

৪. অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর নাম :

পদবি :

যোগাযোগের ফোন নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

৫. আবেদনকারী কোম্পানির যোগাযোগ নম্বর :

ফ্যাক্স নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

৬. আবেদনকারী কোম্পানির এমডি/সিইও-এর নাম :

যোগাযোগের ফোন নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

৭. পুঁজিবাজারে অভিজ্ঞতা :

[দেশি ও বিদেশি উভয় অভিজ্ঞতা উল্লেখ করুন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন]

৮. বর্তমান পরিশোধিত মূলধন :

বর্তমান নীট সম্পদ (নীরিক্ষিত) :

মোট রিজার্ভ :

৯. ট্রেকহোল্ডার হিসেবে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা :

[আলাদা ডকুমেন্ট সংযুক্ত করুন]

১০. লিগ্যাল/আইনগত ডিসক্লোজার/প্রকাশনা :

[সকল পরিচালক ও কর্পোরেট মালিকের অঙ্গিকারনামা সংযুক্ত করুন]

১১. .....এর বায়োডাটা/জীবন-বৃত্তান্ত

পরিচালকগণ : পরিশিষ্ট নম্বর : .....

এমডি/সিইও : পরিশিষ্ট নম্বর : .....

সিএফও/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা : পরিশিষ্ট নম্বর : .....

তদারকী কর্মকর্তা : পরিশিষ্ট নম্বর : .....

তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা : পরিশিষ্ট নম্বর : .....

১২. মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা :

১৩. অন্যান্য তথ্য :

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানির পক্ষে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক।

তারিখ : ....

প্রতিনিধির স্বাক্ষর

নাম : .....

সংযুক্তি :

(ক) নিগমিতকরণ সনদ

(খ) সংঘবিধি ও সংঘস্মারক

(গ) স্বাক্ষরকারীকে ক্ষমতার্পণ বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদসভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি।

(ঘ) কর্পোরেট টিআইএন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন-এর অনুলিপি।

(ঙ) ন্যূনতম বিগত তিন বছরে আয়কর কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আয়কর আদেশের অনুলিপি।

(চ) সকল পরিচালকগণ ও কর্পোরেট মালিকদের অ-ঋণখেলাপী অঙ্গিকারনামা।

(ছ) ন্যূনতম বিগত তিন বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী।

(জ) তালিকাভুক্ত কোম্পানি, বিদ্যমান ট্রেকহোল্ডার, মার্চেন্ট ব্যাংক, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি হেফাজতকারী কিংবা সম্পদ ব্যবস্থাপকের পরিচালকদের সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত বিবরণী।

(ঝ) আরজেএসসি (RJSC) কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনকারী কোম্পানির নামে প্রদত্ত হালনাগাদ তফসিল-১০ (Schedule-X)এর প্রত্যায়িত অনুলিপি।

(ঞ) ".....স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড" এর বরাবরে/অনুকূলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধিত আবেদন ফি।

(ট) এক্সচেঞ্জ এর চাহিদা মাফিক অন্যান্য দলিলাদি।

ফরম-খ

[বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৪ (.....) দ্রষ্টব্য]

(একচেঞ্জের মনোগ্রাম)

ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট

সনদ ক্রমিক নং..... সনদ প্রদানের তারিখ.....

এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১০) এর শর্ত মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০১৯ অনুসারে এতদ্বারা.....(নাম লিখুন) .....ঠিকানা.....কে একজন নিবন্ধিকৃত ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) ধারী হিসাবে এই নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হইল। তিনি এই সনদে উল্লিখিত শর্তাধীনে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাদি করিতে পারিবেন।

এই নিবন্ধন সনদ.....তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং পরবর্তীতে উহা অত্র সনদে নির্দিষ্ট ছকে মেয়াদ বর্ধিত করা যাইবে।

.....এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর পক্ষে

.....

সনদ প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd